R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
২২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩১শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
১৮ই অকটোবর, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

প্রতিমা নিরঞ্জনের দিন মারপিট, পুলিশের লাঠিচারজ
জাতীয় বিপর্যয়ের মধ্যে এবারের জাতীয় উৎসব সম্পন্ন

বিশেষ প্রতিনিধি : ভয়াবহ জাতীয় বিপর্যয়ের মধ্যে এবার বাঙালীর জাতীয় উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজো সম্পন্ন হয়েছে। এবারের উৎসব যতটা শোকের হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, বন্যাপ্লাবিত এলাকাগুলি ছাড়া ততটা শোক কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। জঙ্গিপুর মহকুমার কিছু কিছু মণ্ডপে টাকার অভাবে মাইকের উৎপাত হয়তো ছিল না, তাই বলে পূজোয় জলুসের ঘাটতি কোথাও ছিল না। যথারীতি মণ্ডপগুলোকে আলোকসজ্জায় সাজানো হয়েছিল, পূজোয় বৈচিত্র্য আনার চেষ্টারও ত্রুটি ছিল না। বিজয়া দশমীর রাত্রে, মদমত্ত যুবকদের বেলেল্লাপনা এবং নির্লজ্জ উল্লাস-নৃত্য এবারও অনেক মানুষকে পীড়া দিয়েছে। ওই দিন রাত্রে, সাগরদীঘিতে প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় মত্ত যুবকদের মারামারিতে একজন গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। মারপিট থামাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আর একজন যুবক আহত হয়েছেন। মারামারির পর একজন পুলিশ অফিসারকে দেখা গেছে একটি পূজোমণ্ডপের সামনে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দেবতার ভ্রূণ হত্যা, তিনজন গ্রেপ্তার

হিলোড়া, ১৫ অকটোবর—হিলোড়া-জাজিগ্রাম অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ দেবতা বিশ্বমাতার গায়ে মাটি দেওয়ার পর তাঁর বিসর্জন দিয়ে 'দেবতার ভ্রূণ হত্যা করা হয়েছে' বলে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। খবরে প্রকাশ, মহেশপুর রাজবাড়ীর উদ্যোগে জাজিগ্রামের হরিসদয় মজুমদারের মাধ্যমে দীর্ঘকাল ধ[illegible]মাতার পূজার্চনা হয়ে আসছিল। জনসাধারণের অভিযোগ ছিল, হরিসদয়বাবু 'অন্যায়ভাবে দক্ষিণা ও মানসিক আদায়' করতেন। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বমাতার সমস্ত দায়িত্ব জনসাধারণের হাতে সমর্পণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং রাজবাড়ীর নায়েব এসে সেই মত ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু গতকাল গভীর রাত্রে হরিসদয়বাবু একাই বিশ্বমাতার গায়ে

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাগরদীঘি বাদে কয়লা সর্বত্র পৌঁছে গেছে
জোড়াতালি দিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ অকটোবর—বিধ্বংসী বন্যায় ২৮ সেপটেম্বর হতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর থেকে আজ এ খবর লেখা পর্যন্ত সাগর-দীঘিতে এক ছটাক কয়লাও পৌঁছেনি। চোরাবাজার থেকে জ্বালানী কয়লা সংগ্রহ করতে সেখানকার জনসাধারণকে হিমসিম খেতে হচ্ছে বাজারের একমাত্র ডিলারও অস্থায়ী অনুমতি নিয়ে কয়লা আনার কোন রকম চেষ্টা করেননি। শুধু তাই নয়, সেপটেম্বর মাসের কোটার কয়লা আমদানী করতেও তিনি অপারগ হয়েছেন। জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামকের অফিস থেকে জানানো হয়েছে, সময়মত কয়লা না তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্যাত্রাণে সাহায্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : মিরজাপুর অঞ্চলে অঞ্চল প্রধানের নেতৃত্বে ছয়দিন ধরে প্রতিদিন প্রায় ১০০০ বন্যার্তের জন্য ১০ কেজি মুড়ি, ৩২৫ কেজি আটার রুটি, ৬৩ কেজি চিঁড়ে, ৩০ কেজি গুড় এবং ৯৩০টি জামা-কাপড় সংগ্রহ করে বহরমপুর পাঠানো হয়েছে। সংগ্রহ অভিযানে সাহায্য করছেন সি পি এম-এর অঞ্চল সংস্থা, সারা বাঙলা শিক্ষক সমিতির স্থানীয় শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্র ফেডারেশনের স্থানীয় ছাত্রবৃন্দ, শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব, মিরজাপুর মহিলা সমিতি এবং স্থানীয় জৈন সম্প্রদায়।

আর একটি খবরে জানা গেছে, সাগরদীঘি ও মনিগ্রাম থেকেও ত্রাণ-সামগ্রী বন্যাদুর্গত এলাকায় পাঠানো হচ্ছে এবং বেসরকারী উদ্যোগে রান্না করা খাবার কান্দী এলাকার বন্যা-পীড়িত মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জে ফরোয়ারড ব্লকের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা)

অরঙ্গাবাদ বিপন্ন

অরঙ্গাবাদ, ১৮ অকটোবর—গঙ্গা-ভাঙনে অরঙ্গাবাদ শহরের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বেনেপাড়া ও বালিকা বিদ্যালয়ের ওপরে বাজিতপুর থেকে নিমতিতার মধ্যে ব্যাপক ভাঙন দেখা দিয়েছে। অনেক পাকা বাড়ী বিপজ্জনকভাবে ঝুলতে দেখা যাচ্ছে। লোকজন অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। রাজ্যের কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে জানিয়েছেন, প্রায় ৫০ হাজার লোক বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই বিড়ি শ্রমিক।

জোড়া হত্যাকাণ্ড

সাগরদীঘি, ১৫ অকটোবর—গতকাল রাত্রে বোখারা গ্রামে মসজিদের সামনে সালিশী সভায় জাগালদার নেতা সেলিম সেখের বিচার চলার সময় উত্তেজিত গ্রামবাসীরা সেলিম সেখকে পিটিয়ে ঘটনাস্থলে হত্যা করে। তার বিরুদ্ধে জাগালদারদের ঠিকমত তদারকি না করার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল। ধরপাকড়ের ভয়ে গ্রামটি এখন পুরুষশূন্য হয়ে পড়েছে, গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই।

দেরীতে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, ২ অকটোবর রাত্রে এই থানার ডিহি-বগ্রাম গ্রামে আর একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। জানা গিয়েছে, গ্রামের নুরবানু বিবির বাড়ীতে ইসলামপুরের সাজাহান সেখ নামে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আপনার গৃহসজ্জায় অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্য যুগান্তকারী একটি নাম -
গোদরেজ
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনার ঘরে গোদরেজের আলমারী, রিফ্রেজেটর, চেয়ার-টেবিল নামমাত্র খরচে পৌঁছে দেব॥
অনুমোদিত পরিবেশক
মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

অবহেলার দেওয়াললিখন

হাজার হাজার মানুষের চোখের জলে আর বন্যার জলে দেবী শারদার বোধন এবং বিসর্জ্জন হইল। দেবী জগন্মাতা আসিলেন এবং চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিপন্ন সন্তানদের কি সান্ত্বনা দিয়া গেলেন! জলবন্দী বন্যা-কবলিত মানুষের কান্না কি তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল! যদি তাহা না পারিয়াছে তবে তিনি চিন্ময়ী নহেন—তিনি মৃন্ময়ী মাত্র। খেয়ালী প্রকৃতির নিষ্ঠুর খেলায় রচিত হইয়া গেল হাজার হাজার প্রাণের জীবন্ত সলিল সমাধি। ত্রিনয়নী মা তাহা কি দেখিয়া গেলেন! জানি না দুর্গতিহারিণী দশভুজা তাঁহার দশভুজ প্রসারিত করিয়া কি বরাভয় জানাইয়া গেলেন। আর্ত্ত সন্তানের দল এখনও দেশের এখানে ওখানে প্রাণ দিয়াও ত্রাণলাভের জন্য সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই দুঃখের জন্য দায়ী কে বা কাহারা তাহা আজ ভাবা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বন্যা প্রকৃতির খেয়াল—তাহা অসত্য নহে। এই খেয়ালীপনাকে রোধ করিবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে জোগাইয়াছে শক্তি সাহস ও বুদ্ধি। প্রতিকূল শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উপায় আজ মানুষের অজানা নহে। মানুষ বিজ্ঞানলব্ধ শক্তির শীর্ষ-চূড়ায় পৌছিয়াও এমন দুর্গতির অতলে অসহায়ভাবে কেন নিক্ষিপ্ত হইয়াছে? দোষ কাহার? প্রকৃতির, না বিজ্ঞানের, না মানুষের প্রয়োগশক্তির? বিজ্ঞান শিখাইয়াছে—মানুষ প্রকৃতির দাস নয়। তাহা হইলে দোষ বিজ্ঞানের নয়। দোষ প্রয়োগকারী মানুষের। পশ্চিমবঙ্গের বন্যা সাম্প্রতিককালে ভয়াবহ হইয়া দেখা দিলেও ইহা একটি নবোদ্ভূত সমস্যা নহে। ১৯৫৬ এবং ১৯৫৯ সালেও এই ধরনের বিধ্বংসী বন্যা ঘটিয়া গিয়াছে। এবং ইহার কারণ ও প্রতিবিধানের জন্য একটি বন্যা অনুসন্ধান কমিটিও ১৯৫৯ সালে গঠিত হইয়াছিল। এই কমিটির মধ্যে ছিলেন দেশের খ্যাতনামা ইঞ্জিনীয়ার এবং ঐ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন সর্দ্দার মান সিং। শোনা গিয়াছে এই কমিটি পশ্চিমবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ, জল নিয়ন্ত্রণ ও জল-নিকাশী প্রকল্প রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রকল্পকে রূপায়িত করার জন্য আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ১২২ কোটি টাকাও ধার্য্য করিয়াছিলেন। আরও জানিতে পারা যায় —এই কমিটি বাগমারী ও অজয় নদের মধ্যবর্ত্তী এলাকাকে একটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া পাগলা, বাঁশলৈ ও বাগমারী নদীর জল নিকাশের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার আর একটি প্রকল্পের সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলে বন্যা অনুসন্ধানের জন্য ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ও হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার এই কমিটির সুপারিশকে আঠার বৎসর ধরিয়া অবহেলা করিয়া লাল-ফিতার বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বন্যার এমন ভয়াবহ রূপ সেই অবহেলার নির্মম ফলশ্রুতি বলিয়া মনে করিলে অসঙ্গত ভাবনা হইবে না। গবেষক ডঃ রাধাকমল মুখার্জি ৫০ বৎসর আগে গঙ্গাভাঙন সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই বাণী নীরবে নিভৃতে অবজ্ঞা আর অবহেলার অন্ধকারে শুধু মাথা কুটিয়া কাঁদিয়া মরিয়াছে। রাজ্যের বন্যার এই জ্বলন্ত সমস্যাটিকে নাকি কেন্দ্রীয় কর্মকর্ত্তাদের নিকটে এতদিন ছোট করিয়া দেখাইয়া আসা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যায় হাজার হাজার মানুষের এই দুঃসহ দুর্ভাগ্যের জন্য কোন অশুভ শক্তি দায়ী? প্রকৃতি না মানুষের দুর্বুদ্ধি? প্রাক্-সতর্ক-বাণীর প্রতি বিমাতৃসুলভ অবহেলায় প্রকৃতিকে হাজার হাজার মানুষের অদৃষ্টের দেয়াললিখন লিখিতে সহায়তা করিয়াছিল। সেই লিখনই হইল পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বগ্রাসী বন্যা।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বন্যাত্রাণে কারচুপি

২৭ সেপটেম্বর তারিখের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রামসভায় বন্যাত্রাণে কারচুপি সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তার বিবরণ এখানে দেওয়া হল। দুর্গাপূজোয় খরচের অজুহাতে এই গ্রামসভায় বন্যাত্রাণের প্রথম দিন হতে প্রতি বারে ১৫টি করে গমের টোকেন বিভিন্ন লোকের নামে কাটা হয়। তারা আদৌ টোকেনে সই করেনি। তাদের নামে টোকেন কাটা হয়েছে জানতে পেরে তারা জি আর আনতে গেলে গালাগাল করে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও ৩৫৭ নম্বর থেকে ৩৭৯ নম্বর টোকেনগুলি সম্পূর্ণ ভুয়া। যাদের নামে সেগুলি কাটা হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই সপরিবারে মুর্শিদাবাদের এমন কি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। যে সময় তাদের নামে টোকেন কাটা হয়, ত তারা নিজের নিজের কর্মস্থানে ছিল। এখানকার ফুড কমিটির মেম্বারদের এই ব্যাপারে তদন্ত করতে দেওয়া হলে তারাও একই পথ অবলম্বন করে। বন্যার্ত এবং গরীব জনসাধারণের মুখের গ্রাস যারা আত্মসাৎ করেছে, তারা যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায়, সরকারের কাছে তার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

—ভাগবত ঘোষ, সেকেন্দ্রা।

সাহায্য প্রয়োজন

সাম্প্রতিক বন্যা ও অতিবৃষ্টির ফলে রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২নং ব্লকে অধিকাংশ মানুষের ঘরবাড়ী নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তাঁতশিল্পী, বিড়ি শ্রমিক ও রাজ-মিস্ত্রীর কাজ অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। এই শ্রেণীর মানুষ অর্ধাহার-অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। এই অবস্থায় ঘরবাড়ী মেরামতের জন্য এইচ বি গ্র্যান্ট, তাঁত শিল্পীদের জন্য আরটিশন গ্র্যান্ট ও খয়রাতি সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। অবিলম্বে মাননীয় মহকুমা শাসক ও দুই ব্লকের বিডিওদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করি। —মহঃ জিয়াউর রহমান মোল্লা, ইসলামপুর।

হাসপাতালের রসিদ

আমাদের অফিসে প্রত্যেকদিন অভিযোগ আসছে যে, জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিজস্ব খরচে রক্ত, মল, মূত্র প্রভৃতি পরীক্ষা করালেও কোন রসিদ দেওয়া হয় না। এক্সরে বিভাগের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ। এ ব্যাপারে বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। —বিপ্লবী যুব সংস্থার পক্ষে মুজাহিদ ইসলাম, রঘুনাথগঞ্জ।

জাতীয় বিপর্যয়ে উৎসব

রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন প্রকৃতির রোষে অথবা মানুষের দোষে বিপদগ্রস্ত, শতসহস্র জনপদ নিশ্চিহ্ন, ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলাদেশে পূজো এসেছে। মানুষের হাতে থাকলে পরীক্ষা পিছানোর মত হয়ত এবারের শারোদৎসবও মাস কয়েক পিছিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু সম্ভব হয়নি। কাজেই জাতীয় বিপর্যয়ে অতিবাহিত হয়েছে বাঙালীর জাতীয় উৎসব এবারের বিপন্ন বাংলায়। জঙ্গিপুরে পূজোর ক'দিন ঘুরে পত্রলেখকের অভিজ্ঞতা কিন্তু ভিন্ন। মণ্ডপে মণ্ডপে মাইক বেজেছে, গঙ্গার তীরে আলোর রোশনাই চোখে পড়েছে। বিশ্বকর্মা পূজোতেও সেই একই চিত্র দেখা গেছে। সব থেকে আশ্চর্য্যের কথা দশমীর রাত্রে প্রতিবারের মত এবারও বাঁইচ নিয়ে কুহুচ হয়েছে। সুরা আইনতঃ অমিল হোলেও তা মিলেছে, গ্রাম গ্রামান্তর থেকে চোলাই এসেছে। অনেকেই আকণ্ঠ গিলে বেহুঁস হ ছেন। হাজার হাজার টাকার বাজী পুড়েছে। সাগরদীঘিতে রকেটবাজী একজন পথচারীর একটি চোখ চির দিনের মত নষ্ট করেছে। রঘুনাথগঞ্জে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে গেছে। রাতভর নৌকো করে যা চলেছে ত। প্রকাশযোগ্য নয়। এ বছর আমাদের চরম দুর্দিন। আমরা কি পারতাম না এই হৈ-হুল্লোড় এড়িয়ে চলতে? কিছু সাহায্য করতে? —জনৈক পত্রলেখক।

অবৈজ্ঞানিক প্রকল্প

সাগরদীঘি, ১৭ অকটোবর—সাগর-দীঘি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলীর সভায় সম্প্রতি সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যরা ৭৩ হাজার টাকার একটি গৃহনির্মাণ প্রকল্পে পায়খানা ও প্রস্রাবাগার তৈরীর প্রস্তাব দেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন বলে জানা যায়। ফলে পায়খানা ও প্রস্রাবাগার ছাড়াই প্রকল্পটি মঞ্জুর হয় এবং টাকা চলে আসে বলে খবর পাওয়া যায়। খবর শুনে অভিভাবক ও ছাত্ররা প্রকল্পটিকে 'অবৈজ্ঞানিক প্রকল্প' বলে মন্তব্য করেন। এই স্কুলে পায়খানা-প্রস্রাবাগারের অভাব দীর্ঘদিনের।

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ/ সত্যনারায়ণ ভকত

জঙ্গিপুরের বিজয়া দশমী ঃ সঙ্গে গদাইপুরের পেটকাটি

কোনা দিনে দুরগাকে জানাম
লেলা যে
কোনা দিনে লেলেক বেলি ফুলে ?
সপ্তমীমেঁ দুরগাকে জানাম ভেলা যে
অষ্টমীমেঁ লেলাক বেলি ফুলে।
কোনা দিনে দুরগাকে সাধির
ভেলা যে
কোনা দিনে চলে শ্বশুরালে ?
নবমীমেঁ দুরগাকে সাধির ভেলা যে
দশমীমেঁ চলেরে শ্বশুরালে।

বিজয়া দশমীর দিন রাতে জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী নদীর জলে কান পাতলে শোনা যায় গোয়ালাদের এই গান। সুরের মূর্ছনায় জ্যোৎস্না রাতের আলো-আঁধারিতে স্বপ্নের জাল বুনে চলে স্রোতস্বিনী ভাগীরথী। কিন্তু এই দৃশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না। দুই পারের উৎসব-মুখর কলকোলাহলে অচিরেই মিলিয়ে যায় গানের সুর। ভাগীরথীর বুকে রাতভর ভেসে বেড়ায় নৌকার দাঁড়ের ছপাৎ ছপাৎ শব্দ, পুণ্যার্থী দর্শনার্থীর গুঞ্জন, পটকা আর মাইকের কান ফাটানো আওয়াজ। এরই সমন্বয়ে মিলিত উৎসবের নাম নৌকা বাঁইচ— জঙ্গিপুরের নৌকা বাঁইচ। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি উৎসব।

দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে জেলার বিভিন্ন স্থানে নৌকা বাঁইচ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। ডোমকল থানার পাটদিয়াড় গ্রামে বিজয়া দশমীর দিন ভৈরব নদীতে নৌকা বাঁইচ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঢাক-ঢোল-মাইকের বাজনার সঙ্গে ডাঙাপাড়, মোক্তারপুর, জিতপুর, চাঁদপুর, গঙ্গাধরী, গরীবপুর প্রভৃতি গ্রামের ৫০/৬০টি দুর্গা প্রতিমা আসে। তাদের নিয়ে ভৈরব নদীতে ঘণ্টা তিনেক ধরে নৌকা বাঁইচ উৎসব চলে। হাজার পাঁচেক লোক নদীর দুই পারে দাঁড়িয়ে উৎসব উপভোগ করে। এই উপলক্ষে জিতপুরে এক রাত্রের জন্য মেলা বসে। ভাণ্ডারদহ বিলে হরিহরপাড়া থানার চাতর থেকে বেলডাঙা থানার বন্দেমাতলা পর্যন্ত এলাকা জুড়ে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে নৌকা বাঁইচ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও হয় ভাগীরথী নদীতে আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ, বহরমপুর প্রভৃতি জায়গায়। কিন্তু জঙ্গিপুরের মত জাঁকজমকপূর্ণ নৌকা বাঁইচ উৎসব জেলার আর কোথাও অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় না।

জঙ্গিপুরের জাঁকজমকপ্রিয়তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কিংবদন্তীর দেবী পেটকাটির আকর্ষণ। উত্তর দিকে শহর থেকে চারমাইল দূরে আখেরী নদীর তীরে গদাইপুর নামে এক গণ্ড-গ্রাম দেবী পেটকাটির পীঠস্থান। ঠিক কোন্ শতাব্দীতে রঘুনাথগঞ্জ থানার গদাইপুর গ্রামে দেবী পেট-কাটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তার সঠিক ইতিহাস কারো জানা নাই। তবে লোকমুখে প্রচারিত কাহিনী থেকে জানা যায়, যখন গদাইপুরের নাম গদাইপুর অথবা কল্যাণপুর অথবা শ্যামপুর ছিল না, ছিল ভীমপুর, তখন নাকি সেখানে পেটকাটি দুর্গার প্রতিষ্ঠা হয়। পেটকাটি প্রথমে দুর্গা নামেই সেখানে প্রতিষ্ঠিতা হন। পরবর্তীকালে ভীমপুরের নাম শ্যামপুর তথা কল্যাণ-পুর তথা গদাইপুরে রূপান্তরিত হয়। একটি কিংবদন্তীর মাধ্যমে দেবী দুর্গা 'পেটকাটি' অথবা 'শিশুখাকী পেটকাটি' অথবা 'পেটকাটি' নামে পরিচিতি লাভ করেন। অনেকের ধারণা, পেটকাটি চলমান দেবী এবং বিশ্বেশ্বরীর অংশ বিশেষ।

শোনা যায়, জঙ্গিপুর মহাশ্মশানে ক্ষুদিরাম রায় নামে সোনাটিকুরী গ্রামের একজন নিঃসন্তান গ্রামবাসীকে নদীর জল থেকে দুটো হাত দেখিয়ে মা বলেছিলেন এক পা অন্তর বলি দিয়ে তাঁকে নিয়ে যেতে। তিনি সেইভাবে তাঁকে নিয়ে এসে জলবেষ্টিত গদাইপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই থেকে এখানে শারদীয়া দেবীপূজোর পত্তন হয়। ত্রয়োদশ বঙ্গাব্দের একে-বারে শেষভাগে লালগোলাধিপতি দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ক্রমশঃ দেবীমাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভীড় বাড়তে শুরু করে। একবার সন্ধি অথবা নবমী পূজোর রাত্রে একটি ছোট মেয়ের অন্তর্ধান ঘটে। সকলে পুরোহিতকে দোষারোপ করতে থাকেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেবাইতের চোখে পড়ে দেবীর ঠোঁটে হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির শাড়ীর পাড়। দেবীর পেট কেটে মেয়েটিকে বের করা হয়। পরে মেয়েটি মারা যায়। সেই থেকে দুর্গার নাম হয় 'শিশুখাকী পেটকাটি'। দেবী নাকি স্বপ্ন দেন যে, তিনি লোভ সামলাতে না পেরে মেয়েটিকে খেয়ে ফেলেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি নাকি স্বপ্নে মানসিক ও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের ওষুধ বাতলে দেন। তার পর থেকেই দেবীমাহাত্ম্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি বিচিত্র। যে প্রক্রিয়ায় চিকিৎসা চালানো হয়, তাকে বলে 'নাশ'। মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীকে প্রথমে স্নান করাতে হয় গ্রামের 'খ্যাপা পুকুরে'। রোগীর অভিভাবককে এই সময় নিয়ম অনুযায়ী মানতের প্রতি-শ্রুতি দিতে হয়। পরে দেবীমন্দির প্রাঙ্গণের যূপকাষ্ঠে রোগীকে শুইয়ে গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে মাথা ওপরের দিকে করে 'নাশ' প্রয়োগ করা হয়। তারপর রোগীকে পোয়াটেক তেল মাথাতে হয় এবং চিঁড়ে-কলা-দই খাওয়াতে হয়। পরে আবার স্নান করাতে হয়। 'নাশ' প্রয়োগের পর রোগীর ডিম, মাংস, পেঁয়াজ ও রসুন খাওয়া নিষেধ। এই চিকিৎসার জন্য পূজোর চারদিন খুব ভীড় হয়, মেলা বসে। নবমীর দিন উৎসবের আকর্ষণ বাড়ে। কারণ, ওই দিন মানতের ডালা এবং পাঁঠা পড়ে, বলিদান হয়।

বিজয়া দশমীর দিন পেটকাটি রওনা হন জঙ্গিপুরের উদ্দেশ্যে। তাঁর জন্য জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জের প্রতিমাগুলি অপেক্ষা করে। দুই শহরের সমস্ত প্রতিমা নীত হয় ভাগীরথীর দুই তীরে। কাতারে কাতারে দর্শনার্থী উপস্থিত হন। সকলে প্রস্তুত হন নৌকা বাঁইচের জন্য। সীমন্তিনীরা দেবী-মূর্তির ললাটে সিঁদুরের রেখা এঁকে দেন। ফুল-বেলপাতা ঠেকান নিজেদের মাথায়। বিদায় জানান পার্বতীকে। নৌকায় নৌকায় প্রতিমা উঠিয়ে ঢাক-ঢোল-মাইকের বাজনায় সকলে উৎসবে মেতে ওঠেন। মাঝে মাঝে নদীর জলে প্রদীপের সারি ভেসে যেতে দেখা যায়। গোয়ালাদের গানের সুর ভেসে আসে : কোনা দিনে দুরগাকে...... চলেরে শ্বশুরালে। সব মিলিয়ে সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীড় বাড়ে। লোক যেন উপচে পড়তে চায়। গভীর রাতে উপস্থিত হন গদাইপুরের পেট-কাটি। উৎসব আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সারা রাত ধরে চলে নৌকা বাঁইচ উৎসব। সবাই চান মাত্র একটি-বারের জন্য পেটকাটির চরণ স্পর্শ করতে। অনেকে নৌকা ভাড়া করে পেটকাটির নৌকার কাছে গিয়ে ফুল-বেলপাতা নেন, শেষবারের মত প্রণাম করেন। একাদশীর সকাল পর্যন্ত চলে এই পর্ব। সমস্ত ঘাটে উপস্থিত পুণ্যার্থীদের সান্নিধ্যদানের উদ্দেশ্যে ঘুরে ঘুরে দাঁড়ায় পেটকাটির নৌকা। ক্রমশঃ বিসর্জনের সময় এগিয়ে আসে। জঙ্গিপুর মহাশ্মশান ঘাটে প্রথমে বিসর্জন হয় পেটকাটি, পরে অন্যান্য ঘাটে শহরের অন্যান্য প্রতিমা। আগে পেটকাটি বিসর্জনের আগে কোন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হত না। এখন দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়। তবু অধিকাংশ প্রতিমা অপেক্ষা করে পেটকাটির জন্য। নৌকা বাঁইচ উৎসবের জন্য। বিসর্জনের মাধ্যমে একাদশীর সকালে সেই উৎসবের পরি-সমাপ্তি ঘটে।

শ্রীগুরু হোমিও হল
ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

জায়গা বিক্রয়
রঘুনাথগঞ্জ ডাকবাংলো সংলগ্ন ভদ্র পল্লীতে বাসোপযোগী এক বিঘা জায়গা বিক্রী আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয়, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)।

TENDER NOTICE

Sealed tender is hereby invited on behalf of C. M. O. H. Murshidabad from the bonafide contractors for re-filling of Mattress in different Hospitals, Health Centres under the administrative control of C. M. O. H. Murshidabad. The tender should reach this office (DRS), Murshidabad on or before 6-10-78, at 12 noon and will be opened at 5 P. M. on the same day in the chember of C. M. O. H. Office. The tenderer may be present at that time if desired. Further informations may please be obtained from DRS, during working hours.

TERMS & CONDITIONS

1. Rates should be quoted including Cotton, Dosuti, colly charges and delivery charges to respective units, DRS, i. e. all Health Centres, Hospitals/Sadar, S. D. Hospitals/ B. G. Hospital, etc.
2. Up to date Sales tax and Income tax clearance certificate should be attached.
3. Tenderer should furnish earnest money of Rs. 200-00 (Rupees two hundred) by Bank Draft in the name of C.M.O.H. Murshidabad.
4. Successful tenderer should be liable to deposit security money of Rs. 500·00 (Rupees five hundred) only in the name of C. M. O. H, Murshidabad by Bank Draft.
5. Re-filling of mattress will be made as per specification of CMS. Cal.
6. The board is competant enough to accept or reject any tender without showing any reasons.
7. All Hospitals, Health Centres of the district should be attended by their own cost and re-filling will made at the spot.

Sd/- Dr. S. K. Bhowmic
For Chief Medical Officer of Health,
Murshidabad.

(Issued by the District Information and Public Relations Officer, Murshidabad.)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার

জেলা শিল্পকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ

মৌমাছি পালনের জন্য খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের সহায়তায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগ মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য এক ব্যাপক কর্ম্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য :

ক) মধু উৎপাদন।

খ) আম, লিচু ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি।

পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় ১২টি শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। প্রত্যেক কেন্দ্রে একজন শিক্ষকের অধীনে ২০টি করিয়া পরিবারকে মৌমাছি পালন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষাকাল ৩ মাস। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে প্রত্যেক পরিবারকে ১০টি করিয়া বাক্স শতকরা ৭৫ ভাগ অনুদানসহ দেওয়া হইবে। মৌমাছি পালককে শতকরা ২৫ ভাগ ব্যয় বহন করিতে হইবে।

উৎপাদন শুরু হইলে মধু সংগ্রহ, আগমার্কাসহ বোতলে প্যাক করা ও বিক্রির ব্যবস্থার জন্য মুর্শিদাবাদে (বহরমপুর) একটি সংগ্রহকেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

জেনারেল ম্যানেজার, জেলা শিল্পকেন্দ্র

মুর্শিদাবাদ (বহরমপুর)

(জলঙ্গী বাসষ্ট্যাণ্ডের নিকট)

(মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রেরিত)

মানুষের মাথা আটক

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ অক্টোবর—রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ গতকাল উমরপুর মোড় থেকে ৩টি নরমুণ্ডসহ একজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃত ব্যক্তির নাম বিশ্বনাথ ডোম, বাড়ী মালদহ। সেখান থেকেই সে নাকি নরমুণ্ডগুলি আনছিল। তার কাছ থেকে পাওয়া বেসরকারী সার্টিফিকেট থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে, সে রামকৃষ্ণ ষ্টোর নামে মানুষের মাথা ও কঙ্কাল কেনাবেচা প্রতিষ্ঠানের বাহক। কিন্তু সেই সার্টিফিকেট সন্তোষজনক না হওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়া হয়েছে এবং নরমুণ্ডগুলি আটক করা হয়েছে। সন্তোষজনক কাগজপত্র না দেখাতে পারলে নরমুণ্ডগুলি পরীক্ষার জন্য ফোরেনসিক ল্যাবরেটারীতে পাঠানো হবে।

বোমা বিস্ফোরণ

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ অক্টোবর—৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় শহরের ফুলতলা এলাকায় ডাঃ এ হকের ওষুধের দোকানের সামনে রহস্যজনক একটি বোমা বিস্ফোরণে একজন মহিলাসহ তিনজন অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সন্দেহজনকভাবে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে বোমা বিস্ফোরণের রহস্য পুলিশী তদন্তে এখনও উদ্‌ঘাটিত হয়নি বলে জানা গেছে।

বোনাসের দাবী পূরণ

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ অক্টোবর—৬ অক্টোবর থেকে দু' দিন রঘুনাথগঞ্জের ৪টি বিড়ি কোম্পানী ঘেরাওয়ের পর মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি মজদুর ও প্যাকারস্ ইউনিয়নের ৮·৩৩ শতাংশ বোনাসের দাবি পূরণ করা হয়েছে। এ খবর দিয়ে ইউনিয়ন সম্পাদক প্রভাত ব্যানারজি জানিয়েছেন, ৫ অক্টোবর বোনাসের দাবি পূরণের সিদ্ধান্ত মেনে না নেওয়ায় কোম্পানীগুলি ঘেরাও করা হয়েছিল।

দেবতার ভ্রূণ হত্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাটি দিতে শুরু করেন। জানতে পেরে গ্রামবাসীরা থানায় খবর দেন। পুলিশ আসার আগেই গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে হরিসদয়বাবু আহত হন। পুলিশ এসে দু'জন লেঠেলসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। জনসাধারণের উদ্যোগে আবার বিদ্যামাতা তৈরীর কাজ শুরু করা হয়েছে।

খেলার খবর

সাগরদীঘি, ১৭ অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গের বারটি জেলায় অভূতপূর্ব বন্যা পরিস্থিতির দরুণ সাগরদীঘি স্পোরটস্ এ্যাসোসিয়েসন আয়োজিত নক্ আউট ফুটবল টুরনামেণ্ট পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। ১৫ অক্টোবর থেকে এই টুরনামেণ্ট শুরু হওয়ার কথা ছিল।

সাঁতার হচ্ছে না ঃ রাজ্যের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি বিবেচনা করে মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থার কার্যকরী সমিতি ১৯৭৮ সালের ৩৫তম সাঁতার প্রতিযোগিতা বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। কাজেই এবার দূরপাল্লার ৭৪ কি মি ও ১৯ কি মি সাঁতার প্রতিযোগিতা ভাগীরথী বক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। সংস্থার সম্পাদক এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে লিখেছেন, এবার স্মারকগ্রন্থও প্রকাশিত হবে না। প্রতিযোগীদের প্রবেশমূল্য ফেরৎ দেওয়া হবে এবং ট্যুরিষ্ট লজ, ডাকবাংলো ও রেষ্ট হাউসের রিজারভেসন বাতিল বলে গণ্য হবে।

বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র

মিরজাপুর, ১৭ অক্টোবর—জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস উপলক্ষে গত ২ অক্টোবর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব এবং মিরজাপুর মহিলা সমিতি একটি করে পুরুষ ও মহিলা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন। এই কেন্দ্রগুলিতে যথাক্রমে ৫০ ও ৪০ জন বিভিন্ন বয়সের পুরুষ ও মহিলা লেখাপড়া শিখছেন।

দুর্নীতির অভিযোগ

ধুলিয়ান, ১৩ অক্টোবর—সম্প্রতি সামসেরগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে 'অবৈধ কার্যকরী কামটি গঠন সংক্রান্ত নির্বাচন, ৪৩ বস্তা বালাহার ও তেল আত্মসাৎ, কনটিনজেনসির টাকা তছরূপ' প্রভৃতি বিষয়ে অভিযোগ করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর

স্থান পরিবর্ত্তন : রেডক্রশের পাশে

বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর

মুর্শিদাবাদ

হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

কয়লা সর্বত্র পৌঁছে গেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডিলারকে কারণ দর্শাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একজন নতুন ডিলার নিয়োগ করে ৩৬ টন কয়লার পারমিট আজই দেওয়া হয়েছে। একজন বাইরের ডিলার আজ-কালের মধ্যে ১২ টন কয়লা নিয়ে সাগরদীঘিতে উপস্থিত হচ্ছেন বলে জানা গেছে। সরকারী সূত্রের খবরে বলা হয়েছে, জঙ্গিপুর মহকুমায় গতকাল পর্যন্ত ৫০০ মেট্রিক টন কাঁচা, ৫০০ মেট্রিক টন স্বাভাবিক এবং ১৫০ মেট্রিক টন নরম কয়লার পারমিট দেওয়া হয়েছে। সাগরদীঘি বাদে অন্যান্য জায়গার ডিলাররা বিহারের দুমকা হয়ে ঘোরাপথে অস্থায়ী পারমিটের কয়লা আমদানী করছেন বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে। একজন সরকারী মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই জেলার জন্য আরো ৫৫০ মেট্রিক টন কয়লা মঞ্জুর করা হয়েছে। সরকারীভাবে জানা গেছে, ১২ অক্টোবর পর্যন্ত ফরাক্কায় ২২ হাজার লিটার, ৪ অক্টোবর পর্যন্ত সামসেরগঞ্জে ১২ হাজার লিটার, ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত রঘুনাথগঞ্জে ৪৪ হাজার লিটার কেরোসিন তেল ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশনের রায়গঞ্জ জোন থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। সাগরদীঘি ও সুতীতে টি কে ডি থেকে কেরোসিন সরবরাহ করা হয়েছে মাত্র ১০ হাজার লিটার করে। এই দুটি থানা এলাকায় সব থেকে কম কেরোসিন তেল পৌঁছনোয় অভাব মেটেনি। গ্রামাঞ্চলে পোনে চার টাকা থেকে ছ' টাকা লিটার দরে কেরোসিন তেল বিক্রীর খবর আসছে। সর্বত্র রেশন কারডে আধ লিটার করে তেল বিক্রীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিকে জোড়াতালি দিয়ে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সতের দিন পর জাতীয় সড়কের মাধ্যমে ১৪ অক্টোবর কলকাতার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার সংযোগ স্থাপন হয়েছে। অনেক জায়গায় রেল লাইন মেরামত সম্পূর্ণ না হওয়ায় ট্রেন চলাচল এখনও স্বাভাবিক হয়নি। ভাগলপুর ও বারহারোয়া থেকে মাত্র দুটি ট্রেন জঙ্গিপুর রোড হয়ে আজিমগঞ্জ পর্যন্ত যাতায়াত করছে। দেরীতে হলেও কলকাতার ডাক যাচ্ছে-আসছে ট্রেনে ভায়া কিউল, বারহারোয়া, ফরাক্কা, মালদা হয়ে ভ্যানে বহরমপুর পর্যন্ত। সেখান থেকে লোক মারফৎ রঘুনাথগঞ্জ এবং রঘুনাথগঞ্জ থেকে মহকুমার সর্বত্র ডাক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তার ও টেলিফোন যোগাযোগ পুনরায় স্থাপিত হয়েছে। বহরমপুরে প্রচুর ডাক এসে জমে আছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। বিলিতে দেরী হচ্ছে।

গণজাগরণ

রঘুনাথগঞ্জের কোন কোন কয়লা ডিলার পুলিশকে কয়লা দিতে চাইছেন না বলে একজন কনসটেবল এস ডি পি ও-র কাছে অভিযোগ করেছেন। রেশন কারড না থাকায় পারমিটের মাধ্যমে পুলিশদের কয়লা কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তথাপি পুলিশকে কয়লা দিতে না চাওয়ার ঘটনাকে কেউ কেউ গণজাগরণ বলে মন্তব্য করছেন।

পাওয়া গিয়েছে

ধনঞ্জয় দাস, পিতা সর্বেশ্বর দাস, রোল জঙ্গি (হিউ) নং ১২৭, বর্ষ ১৯৭২—এই নামে একটি এ্যাডমিট কারড কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছে। ফেরত পেতে হলে উপযুক্ত প্রমাণসমেত খগেন্দ্র সাহা, বিবেকানন্দ ক্লাব, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

বন্দুক বিক্রয়

একটি সুন্দর দোনলা বিলাতী বন্দুক (খুব ভাল অবস্থায়) বিক্রয় করা হইবে। অনুসন্ধান করুন : শ্রীগঙ্গাধর সিংহরায়, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)।

শিক্ষক আবশ্যক

ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে একজন ট্রেণ্ড গ্রাজুয়েট শিক্ষক আবশ্যক। ২৫।১০।৭৮ পর্য্যন্ত দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে এবং ২৭।১০।৭৮ ইণ্টারভিউ হইবে। —সম্পাদক, পণ্ডিতপুর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, পোঃ ময়া, মুর্শিদাবাদ।

ডাঃ এস, এ, তালেব

ডি এম এস

পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।

হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

নেশার বাস সারভিস

(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়

পুলিশের লাঠিচার্জ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুণ্যার্থীদের ওপর লাঠি চালাতে। পুণ্যার্থীরা ওই সময় দেবীকে শেষ-বারের মত বিদায় জানিয়ে প্রণাম করছিলেন। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনাটিও ঘটেছে সাগরদীঘিতে। পটকাবাজির সময় ওই রাত্রেই জ্বলন্ত রকেটের ঘায়ে একজনের একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁকে আশঙ্কা-জনক অবস্থায় সাগরদীঘি থেকে বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পটকার যথেচ্ছ ব্যবহার এই ঘটনার কারণ বলে প্রকাশ। জনসাধারণের মনে প্রশ্ন জেগেছে রকেট, হাওয়াই, এ্যাটম, চকোলেট প্রভৃতির মত নিষিদ্ধ পটকা বিনা লাইসেনসে প্রকাশ্যে বিক্রী হয় কিভাবে? তাঁদের মতে এর পর থেকে অস্ত্র আইনে নিষিদ্ধ পটকা বিক্রী এবং পটকার যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করা উচিত। পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ, দশমীর দিন (১১ অক্টোবর) রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে একটি বিচ্ছিন্ন অথচ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ ওই রাত্রেই তালাই ডাকাতি মামলার কুখ্যাত আসামী বাদল মিরজাকে গ্রেপ্তার করেছে। এই গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষ থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রঙ চড়ানোর চেষ্টা চলছে বলেও খবর পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে জঙ্গিপুরে প্রতিমার হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে যে গুজব ছড়ানো হয়েছে তা আদৌ ঠিক নয়। সমস্ত প্রতিমা নির্বিঘ্নে বিসর্জন হয়েছে।

বন্যাত্রাণে সাহায্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উদ্যোগে ত্রাণসামগ্রী তোলা হচ্ছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রদেশ কংগ্রেস সভানেত্রী পূরবী মুখার্জী ও মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী দীপিকা মৈত্রর নেতৃত্বে একটি দল কিছু ত্রাণসামগ্রী নিয়ে সম্প্রতি দুদিনের সফরে মুর্শিদাবাদ জেলায় আসেন। তাঁরা জঙ্গিপুর মহকুমায় নৌকায় ও পদব্রজে কয়েকটি জলে ডোবা গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। সাগর-দীঘির কড়াইয়া জুম্মা মসজিদ কমিটি বহরমপুর কমারসিয়াল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে ২০৩ টাকা পাঠিয়েছেন। বিড়ি মজদুর ও প্যাকারস ইউনিয়নের রঘুনাথগঞ্জ কমিটি ২০১ টাকা পাঠাচ্ছেন এবং রঘুনাথগঞ্জ অগ্নিফৌজ ক্লাব প্রায় আড়াই হাজার টাকা সংগ্রহ করেছেন বলে জানানো হয়েছে। বালিঘাটা যুব সংগঠনের উদ্যোগে কান্দীর বন্যাবিধ্বস্ত জনসাধারণের জন্য ৪২ কেজি চাল ও ২৫ কেজি আটা সংগ্রহ করে মহকুমা শাসকের মাধ্যমে জেলা শাসকের কাছে পাঠানো হয়েছে।

জোড়া হত্যাকাণ্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একজন গ্রামবাসীর 'অবৈধ যাতায়াত' ছিল। ঘটনার দিন রাত্রে সাজাহান নুরবানুর বাড়ী গেলে গ্রামবাসীরা বাড়ীটি ঘেরাও করে। অভিযোগ, সেই সময় সাজাহানের প্ররোচনায় নুরবানুর ছেলে খোসবান সেখ হাসুয়ার আঘাতে আব্দুল রসিদ নামে একজন গ্রামবাসীকে খুন করে। পুলিশ নুরবানু এবং সাজাহানকে 'হত্যায় প্ররোচনার' অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে। খবর দুটি পুলিশ সূত্রের।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী

বিশেষ খেলা ঃ ২৮ অক্টোবর, ১৯৭৮

(দুটি সিরিজে)

একটি প্রথম পুরস্কার ২,৫০,০০০ টাকা (দুটি সিরিজ মিলিয়ে)

★

প্রতি সিরিজে আরও অনেক উপহার

প্রতি টিকিটের দাম মাত্র এক টাকা

এজেন্ট ও বিক্রেতাদের জন্য আকর্ষণীয়

বোনাস ও কমিশন

বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :—

অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী

৬৯, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলিকাতা—১৩

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

গ্রামে গ্রামে বর্গাদার রেকর্ডের কাজ চলছে

এই কাজের পাঁচটি ভাগ :— (১) বিপুল সংখ্যক বর্গাদার বাস করেন এমন গ্রামগুলিকে আগে চিহ্নিত করণ ; (২) কাজের জন্য ছোট স্কোয়াড গঠন ; (৩) গ্রামে গ্রামে বর্গাদারদের নিয়ে সান্ধ্য বৈঠক ; (৪) মাঠে মাঠে যাচাই ; (৫) প্রকৃত বর্গাদারদের নাম রেকরডভুক্তি ।

। কোন জোর-জুলুম নয়, শান্তিপূর্ণভাবে এ কাজ আরম্ভ হয়েছে ।

মনে রাখবেন :—

* বর্গাদার নাম রেকরডে ছোট ও মধ্য জোতের মালিকের কোন ক্ষতি নেই ;
* ভয়-ভীতি ত্যাগ করে প্রকৃত বর্গাদার তাঁর নাম রেকরডভুক্ত করলে প্রথমে সার্টিফিকেট পরে পরচা পাবেন ;
* জমি চাষের বহু ঝুট ঝামেলা কমে যাবে ;
* কৃষকেরা চাষের স্থায়ী নিরাপত্তায় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ;
* জমিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

কৃষির অগ্রগতির স্বার্থে সরকার এবং বর্গাদারদের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান সফল হোক।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত

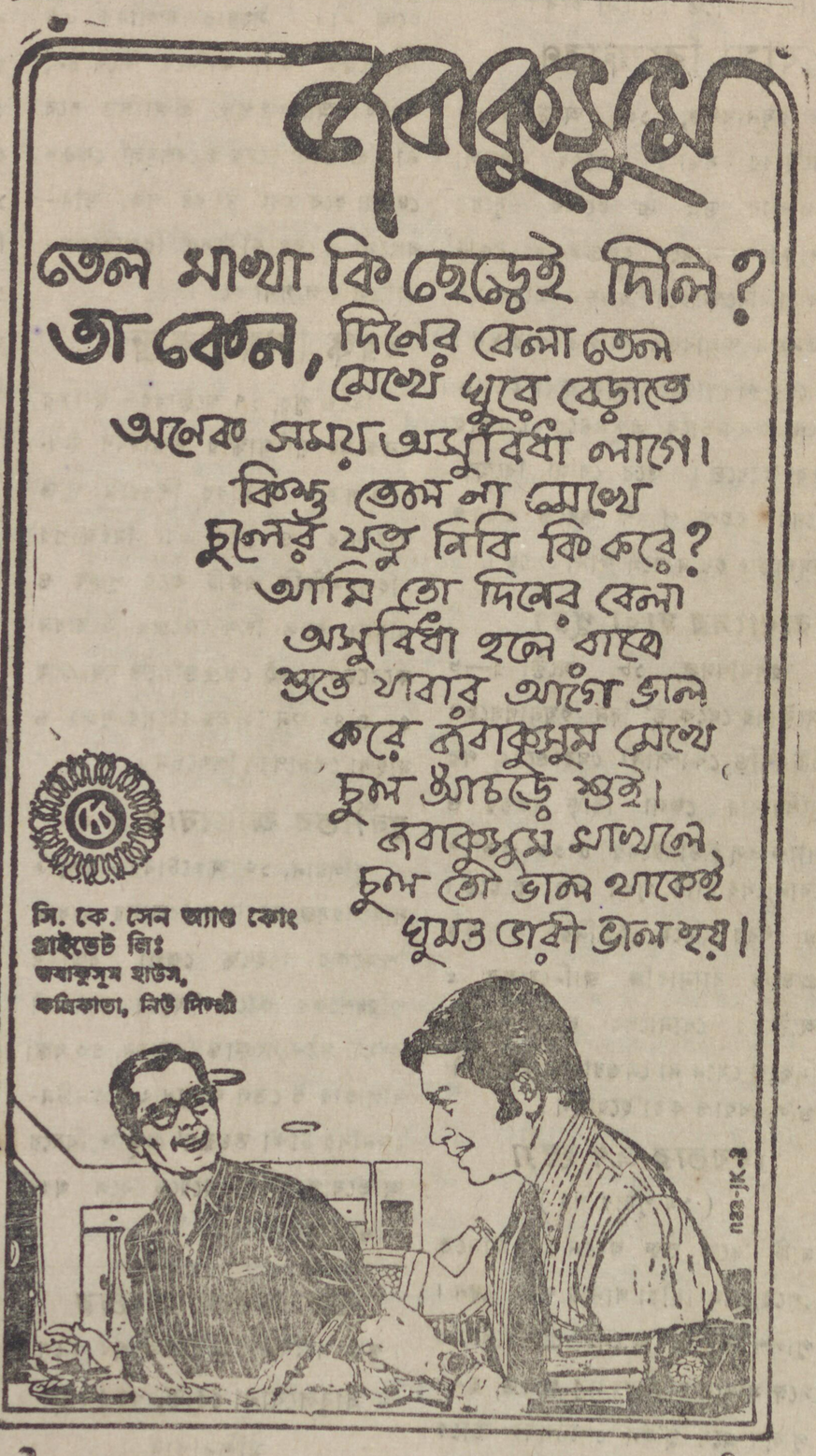

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।